MAR 1 7 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ

অভিমত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও বাংলাভাষা

সাইফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সে রাষ্ট্রের উচিত ভাষাতত্ত্বের ব্যাপক চর্চা ও পৃষ্ঠাপোষকতা করা এবং উক্ত ইনস্টিটিউটে ভাষাতত্ত্বের গবেষকদের কাজে লাগানো। ভাষাতত্ত্বের চর্চা না বাড়ালে বাংলাভাষার প্রায়োগিক দিকটি বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে না। বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও তার সংগঠন (structure) পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার চেয়ে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক। ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকার কারণে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতরা অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা ও প্রবণতার বশে বাংলাভাষার প্রতি অবৈজ্ঞানিকসুলভ আচরণ করেছেন ও করছেন, উদ্ভট রকমের সংস্কারের কথা বলেছেন ও বলছেন। বাংলাভাষার প্রতি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টি প্রতিফলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণই সমীচীন। কেননা বাংলাভাষা এবং বাংলা সাহিত্য এক বিষয় নয়; দুটি একেবারেই ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন জ্ঞান-শৃঙ্খলা।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন বাংলাভাষা এখন বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্যে চতুর্থতম ভাষা অর্থাৎ চতুর্থ বৃহত্তম মাতৃভাষা। চীনা, ইংরেজি ও স্প্যানিশের পরেই বাংলাভাষার স্থান। আজ আমাদের আর একটি ভাষার লড়াই শুরু করতে হবে; তা হলো— বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষার স্বীকৃতির মর্যাদা প্রদান। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে যে পাঁচটি ভাষা জাতিসংঘ স্বীকৃত সেখানে বাংলাকেও যুক্ত করার দাবি আমাদেরই উত্থাপন করতে হবে এবং শুধু উত্থাপনই নয় বাংলাভাষার অভ্যন্তরে যে শক্তি বিদ্যমান তা এ দেশের ভাষাতাত্ত্বিক-গবেষকদের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ ও উপস্থাপন করতে হবে। এখন বাংলাভাষার দায় ও দায়িত্ব অনেক এবং ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতের প্রয়োজনও অনেক। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাষা-ইনস্টিটিউটগুলোতে বাংলাভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত। তাছাড়া বিদেশস্থ বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে একজন ভাষা-শিক্ষক নিয়োগ করে দূতাবাসগুলোকে বাংলাভাষা শিক্ষা ও প্রসারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা দরকার। এটা অসম্ভব কিছু নয়।

বাংলাভাষা আন্দোলন পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে শুধু ভাষাসৈনিক উপাধিতে ভূষিত করে কিংবদন্তিতে পরিণত করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

আমাদের ভাষার সংগ্রাম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এটা যেমন আমাদের গৌরব-সম্মানের, তেমনি দায়েরও। এই ভাষাভাষীকে এখন অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তথ্য-প্রকৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একুশ শতকের উপযোগী করে তুলতে হবে বাংলাভাষাকে। জটিল সমস্যা নিয়ে চীন, জাপান, কোরিয়ান ভাষা যেমনটি হয়ে উঠছে। অথচ এ ভাষাসমূহের চেয়ে, বাংলাভাষা অনেক বেশি সহজ, ব্যাকরণিক দিক থেকে সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আমরা যাবো না। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ চলছে, যেখানে 'বাংলাসহ সকল মাতৃভাষার ওপর গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা, বর্ণমালা, প্রকাশিত বই, ক্যাসেট, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং তথ্যবিনিময় করা হবে ইনস্টিটিউটের কাজ। এখানে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল ভাষা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করে জাদুঘরের মতো আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা হবে। সভ্যতার বিকাশে বিলুপ্ত ভাষার তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসংক্রান্ত রচনাবলী বাংলা থেকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১, মার্চ ২০০১)। ইনস্টিটিউটের এ সকল কার্যক্রমে যথেষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে এবং এ গবেষণা কেন্দ্র মাতৃভাষার অধিকারের প্রশ্নে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থারূপে কাজ করবে এমন ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো— এই ভাষাতাত্ত্বিক কাজগুলো করবে কে? নিশ্চয়ই দেশ-বিদেশের ভাষাতাত্ত্বিকগণ। তাহলে বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান চর্চা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েক বছর আগে, এখন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ভাষাতত্ত্ব বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তা না হলে আন্তর্জাতিকভাবে ভাষা-গবেষণায় আমরা পিছিয়ে পড়বো এবং বিশ্বের কাছে আমাদের বাংলাভাষাকে [illegible] ব্যর্থ হবো। যে রাষ্ট্র

[illegible] করতে হবে— এটা বাংলা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয়। পাশাপাশি ভাষাসৈনিকদেরও বাংলাভাষার প্রতি, বাঙালি জাতির প্রতি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক। তাদের উচিত হবে ইতিহাসের স্বার্থে কাজ করা এবং সাময়িক রাজনৈতিক মুনাফার উর্ধ্বে থাকা। তা না হলে তাদের বর্তমান ভালো হলেও আখের ভালো হবে না। ইতিহাস নিষ্ঠুর, সে কখনো বিকৃত তথ্য বহন করে না এবং বিকৃত তথ্য প্রদানকারীকেও প্রশংসিত করে না; যোগ-বিয়োগ করে যতোটুকু প্রাপ্য ততোটুকুই ইতিহাস তাকে দেবে।

বাংলাদেশে ৪৫টির মতো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে। তাদের ভাষার অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিটি মাতৃভাষাভাষীর- বাংলাদেশ রাষ্ট্র এখন আর এ দায় এড়াতে পারবে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে ৩ ধারায় বর্ণিত হয়েছে— 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রূপকার, প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রপথিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত 'রাষ্ট্রভাষা' সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি আদৌ ব্যাপক ও শক্তিশালী নয় এবং অন্যান্য মাতৃভাষার অধিকারের প্রশ্নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ পায়নি; এ অনুচ্ছেদটির সংশোধন ও পরিবর্ধন আবশ্যক। এ ছাড়া যতোদিন আমরা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে ফিরিয়ে না আনবো ততোদিন এই চেতনাসমূহ আবিষ্কৃত হবে না, পূর্ণাঙ্গ হবে না; এবং যে চেতনাসমূহের ভিত্তিতে এই দেশ, এই জাতি; এগুলোর অনুপস্থিতি সেই জাতির মেরুদণ্ডে পুনরায় ঘুণ ধরানোর জন্য যথেষ্ট প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রূপকার বাংলাদেশের সংবিধানকে তাই হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ ও বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের উপযোগী।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্ববাসীকে ও বাঙালি জাতিকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করুক- 'সকল ভাষা সকলের; কারণ সকল জ্ঞান সকলের এবং এই পৃথিবীতে সকলে সমভাবে বাঁচতে এসেছে।' আর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এই অঙ্গীকারকে দিক বাস্তব রূপ।

সাইফুল ইসলাম : ভাষাতত্ত্বের গবেষক।